দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 2 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

কেঁদে বাড়ি ফিরল কোমলমতিরা

বদরগঞ্জে প্রাথমিক স্তরে ৪৫ হাজার শিক্ষার্থী বই পায়নি

নজরুল মৃধা, রংপুর ●

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক স্তরের ৪৫ হাজার শিক্ষার্থী বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যবই না পেয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরেছে। বই না পাওয়ায় অনেক শিশু শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় মাঠে কান্নাকাটি করতেও দেখা গেছে। এতে অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মহিউদ্দিন আহম্মেদ বই সংকটের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, প্রতি বছর প্রেস থেকে সরাসরি বিদেশি ঠিকাদাররা নভেম্বরের মধ্যে উপজেলায় পাঠ্যবই সরবরাহ করেন। কিন্তু এবার না করায় গত বুধবার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে কিছু বই রংপুর জেলা বাফার স্টোর থেকে এনে বিদ্যালয়ের প্রধানদের হাতে দিয়েছি। তিনি আশা করেন, দুই-একদিনের মধ্যে বই পাওয়া যাবে।

উপজেলার বিদ্যালয়গুলোয়ে বই বিতরণের মনিটরিং কর্মকর্তা ও উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান জানান, উপজেলায় প্রাথমিক স্তরের ২৯৮টি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫২ হাজার ৭০ জন। কিন্তু বই পেয়েছেন মাত্র সাড়ে ৬ হাজার সেট। তার তথ্য অনুযায়ী ৪৫ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী বই পায়নি। উপজেলা খাগড়াবন্দ শাহপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

বদরগঞ্জে প্রাথমিক স্তরে ৪৫

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৮ জন। সেখানে বই সরবরাহ করা হয়েছে ১ম ও ২য় শ্রেণির জন্য ৩৫ সেট। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির কোনো শিক্ষার্থীর জন্য বই সরবরাহ করা হয়নি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শওকত আলী শাহ বলেন, শিক্ষার্থীরা বই না পেয়ে কান্নাকাটি করে খালি হাতে বাড়ি ফিরে। পরে তারা তাদের বাবা-মাকে নিয়ে বিদ্যালয়ে আসেন। এরপর অভিভাবকরা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

আফতাগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ইনকিয়াত বই না পেয়ে কাঁদছে। তার চোখের পানি মুছে দিচ্ছে বাবা এম এ মতিন সরকার। এ সময় মতিন সরকার বলেন, দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ বিনা মূল্যে বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু এখানে কেনো শিক্ষার্থীদের বই দিচ্ছেন না প্রধান শিক্ষিকা।

এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকা নুরুন্নাহার জানান, আজকে সব শিক্ষার্থীকে বই দিতে না পারায় অনেক অভিভাবক আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। তিনি বলেন, আমি প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১২০ জন শিক্ষার্থীর চাহিদাপত্র উপজেলা শিক্ষা কার্যালয়ে দিয়েছি। কিন্তু বই পেয়েছি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ১২ সেট। ১২ জনকে দিয়েছি। অন্যদেরকে বই দিতে না পারায় তাদের অভিভাবকেরা এসে আমাকে নানা ভাবে লাঞ্ছিত করেছেন।

এ ব্যাপারে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় রংপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা খলিলুর রহমান মুঠোফোনে বলেন, বইয়ের কোনো সংকট নেই। আজ (রোববার) সকালেই ওই উপজেলার সব বিদ্যালয়ে বই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সব শিক্ষার্থী [illegible]।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মহিউদ্দিনের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বই চলে আসছে। এখনো হাতে পাইনি।